সেবার তালিকা/জনসাধারণের করণীয়

০১। জরিপ এলাকায় জরিপ শুরু হওয়ার সাথে সাথে আপনার মালিকানাধীন জমির সীমানা/আইল জরিপ কাজে নিয়োজিত আমিনদের দেখিয়ে দিন।

০২। খানাপুরী স্তরে নিয়োজিত আমিনদের নিকট আপনার জমির পূর্বজরিপের দাগ, খতিয়ান নম্বর, দলিলপত্রসহ মালিকানার স্বপক্ষে প্রয়োজনীয় অন্যান্য কাগজপত্র প্রদর্শণ করে আপনার জমির সঠিক রেকর্ড প্রণয়নে সহায়তা করুন। আমিনগণ মাঠে নেমে ১৫ দিনে মৌজার জরিপ কাজ শেষ করবেন।

০৩। বুঝারত স্তরে আপরাকে আপনার জমির পর্চা প্রদান করা হবে। পর্চায় আপনার নাম, ঠিকানাসহ জমির দাগ, খতিয়ান নম্বর, জমির পরিমাণ মিলিয়ে নিন। এই কাজগুলি আমিন এক সপ্তাহের মধ্যে শেষ করবেন।

০৪। পর্চায় কোন ভুলভ্রান্তি পরিলক্ষিত হলেবিবাদ (উরংঢ়ঁঃব)ফরম্ পূরন করে সংশ্লিষ্ট আমিনের নিকট দাখিল করুন এবং হল্কা অফিসারকে শুনানি গ্রহণ করে বিবাদ নিষ্পত্তিতে সহায়তা করুন। হল্কা অফিসার বিবাদ শুনানির জন্য আপনার এলাকায় এক সপ্তাহের বেশী থাকবেন না।

০৫। তসদিক স্তরে খানাপুরী ও বুঝারত স্তরে প্রণীত আপনার খতিয়ান রাজস্ব অফিসার কর্তৃক তসদিককৃত (উরংঢ়ঁঃব)দাখিল করে তসদিক অফিসার কর্তৃক তা সংশোধন করিয়ে নিন। তসদিক অফিসার ছোট মৌজা এক মাসে ও বড় মৌজা দুই মাসে তসদিক সম্পন্ন করবেন।

০৬। তসদিক সমাপ্তির পর খতিয়ান জনসাধারণের জন্য ৩০ দিন উন্মুক্ত রাখা হয় এবং এ পর্যায়ে মালিকদের নামের প্রথম অক্ষর অনুসারে খতিয়ানে একটি নতুন নম্বর প্রদান করা হয়। আপনার খতিয়ানে এই ডিপি নম্বর মিলিয়ে নিন।

০৭। ডিপি খতিয়ান সম্পর্কে আপনার কোন আপত্তি থাকলে উল্লিখিত ৩০ দিনের মধ্যে ১০ টাকা কোর্ট ফি দিয়ে ৩০ বিধি অনুযায়ী খসড়া প্রকাশনা ক্যাম্পে আপত্তি দাখিল করতে পরেন। আপত্তি অফিসার আপনার আপত্তি শুনে নিষ্পত্তি করবেন।

০৮। আপত্তি অফিসারের রায়ে সংক্ষুদ্ধ হলে ৩১ বিধি অনুযায়ী আপনি আপীল দায়ের করতে পারেন। তকে মনে রাখবেন আপীল স্তরই রেকর্ড প্রস্তুতের জন্য আপনাকে দেয়া সর্বশেষ সুযোগ। আপত্তির রায় প্রদানের ৩০ দিনের মধ্যে আপীল দায়ের না করলে আপনার আবেদনটি তামাদির কারণে অগ্রহণযোগ্য হবে।

০৯। আপীল শুনানীর পর নকশা ও রেকর্ড চূড়ান্ত হবে এবং মুদ্রণের জন্য ছাপাখানায় প্রেরণ করা হবে।

১০। নকশা ও পর্চা মুদ্রিত হয়ে চূড়ান্ত প্রকাশনা কালে সংশ্লিষ্ট ক্যাম্প অফিস থেকে প্রতিটি পর্চা ১০০.০০ (একশত)টাকা এবং প্রতিটি নকশা মূল্য বাবদ ৫০০.০০ (পাঁচশত)টাকা টাকা জমা দিয়ে আপনি তাৎক্ষণিকভাবে পর্চা/নকশা সংগ্রহ করতে পারেন। পরবর্তীতে পর্চা ও নকশা জেলা প্রশাসকের দপ্তরে হস্তান্তরিত হলে আপনি সেখান থেকেও সমপরিমাণ টাকা জমা দিয়ে পর্চা/নকশা সংগ্রহ করতে পারেন।

১১। মৌজার রেকর্ড চূড়ান্ত প্রকাশনা সংক্রান্ত গেজেট বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের পর প্রকাশিত রেকর্ড সম্পর্কে কোন আপত্তি থাকলে আপনি ল্যান্ড সার্ভে ট্রাইব্যুনালে ২০০.০০ (দুইশত) টাকা কোর্ট ফি দিয়ে অথবা দেওয়ানী আদালতে প্রতিকার প্রার্থনা করতে পারেন।

মনে রাখবেন:

- জরিপ চলাকালীন বদর ফি, খতিয়ান ও নকশার মূল্য ডিসিআর এর মাধ্যমে গ্রহণ করা হয়। ডিসিআর বহির্ভূত সকল লেনদেন নিষিদ্ধ।
- ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর হতে জমির কোন পর্চা বা নকশা বে-সরকারিভাবে কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানকে সরবরাহ করা হয় না।
- মাঠ পর্যায়ে জরিপ কাজে নিয়োজিত কোন কর্মকর্তা/কর্মচারীদের বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ থাকলে তা সংশ্লিষ্ট জোনাল সেটেলমেন্ট অফিসার বা ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক-কে অবহিত করুন।